هدية
HADIYAH

সফরের আদব ও তার বিধি-বিধান

آداب السفر وأحكامه

বাংলা

بنغالي

বিভিন্ন ভাষায় ইসলামী বিষয়বস্তু সম্পর্কিত সংস্থা

HADIYAH

সমস্ত প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর জন্য, সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তার পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীর ওপর।

অতঃপর:

এটি সফরের আদব এবং বিধান সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা, যেখানে আমরা মুসাফিরের জন্য প্রয়োজনীয় বেশিরভাগ বিষয় উল্লেখ করার প্রয়াস পেয়েছি।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যে, তিনি পুস্তিকাটি তাঁর সন্তুষ্টির জন্য খালিস করে দেন এবং এর মাধ্যমে সাধারণভাবে মুসলিমদের উপকৃত করেন।

বিভিন্ন ভাষায় ইসলামী বিষয়বস্তু সম্পর্কিত সংস্থা

সফরের আদব ও তার বিধি-বিধান

প্রথমত: সফরের আদব

হজ বা অন্যান্য ইবাদতের উদ্দেশ্যে সফরকারী ব্যক্তি নিম্নলিখিত বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন:

তিনি সময়, বাহন, সঙ্গী এবং একাধিক পথ থাকলে পথ নির্ধারণ ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহুর নিকট ইস্তিখারা (কল্যাণ প্রার্থনা) করবেন এবং

- এ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও ধার্মিক ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করবেন।
- বিশেষত হজ্জ ও ওমরার ক্ষেত্রে তো করবেনই; কেননা নিঃসন্দেহে এগুলো ভালো কাজ।
- ইস্তিখারার পদ্ধতি হলো: দুই রাকাত সালাত পড়বে এবং তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত দোয়াটি পড়বে।

হজ্জ ও ওমরা পালনকারীকে তার হজ্জ ও ওমরার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁর নৈকট্য লাভের নিয়ত ওয়াজিব এবং অবশ্যই পার্থিব লাভ, অহংকার, উপাধি অর্জন, অথবা লোক দেখানো ও খ্যাতি অর্জনের ইচ্ছা থেকে সাবধান থাকতে হবে। কেননা তা আমল বাতিল ও গৃহীত না হওয়ার একটি অন্যতম কারণ।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

বলুন, ‘আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষ, আমার প্রতি“ ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র সত্য ইলাহ। কাজেই যে তার রব-এর সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকাজ করে ও তার রব-এর ‘ইবাদতে কাউকেও শরীক না করে”।

আর হাদীসে কুদসীতে এসছে:

“আমি শরীকদের শির্ক হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। যদি কেউ এমন কাজ করে যাতে সে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে, আমি তাকে ও তার শির্ককে বর্জন করি।”

HADIYAH

হজযাত্রী এবং ওমরা পালনকারীকে সফরের আগে ওমরা ও হজের বিধান এবং সফরের বিধান সম্পর্কে অবগত হতে হবে।

হবে। যাতে সে কোন ওয়াজিবের প্রতি অবহেলা না করে অথবা কোন হারাম কাজে লিপ্ত না হয়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকে দ্বীনের 'ইলম দান করেন।"

হজযাত্রী বা ওমরা পালনকারীকে তার হজ এবং ওমরার জন্য হালাল অর্থ নির্বাচন করতে হবে।

কারণ আল্লাহ পবিত্র এবং কেবল যা পবিত্র তা গ্রহণ করেন। অধিকন্তু হারাম সম্পদ দোয়া কবুল না হওয়ার কারণ।

তার উচিত সকল পাপ ও সীমালঙ্ঘনের জন্য তাওবা করা এবং

এবং যদি সে মানুষের উপর অন্যায় করে থাকে, তাহলে সেগুলো ফিরিয়ে দেওয়া ও সেগুলোর বিষয়ে তাদের কাছ থেকে মুক্ত হওয়া, চায় তা সম্ভ্রম, অর্থ, অথবা অন্য কিছু হোক।

মুসাফিরের জন্য তার অসিয়ত, তার পাওনা কী আছে এবং

তার ঋণ কী আছে তা লিখে রাখা মুস্তাহাব। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"যে মুসলিম ব্যক্তির কাছে অসিয়ত করার মতো কিছু রয়েছে, তার জন্য এটি উচিত নয় যে, সে দু'রাত কাটাবে অথচ তার অসিয়ত তার কাছে লিখিত থাকবে না।"

সে এ বিষয়ে সাক্ষী রাখবে, তার উপর থাকা ঋণ পরিশোধ করবে এবং আমানতগুলো তাদের মালিকদের কাছে ফেরত দিবে অথবা নিজের কাছে রাখার ক্ষেত্রে তাদের অনুমতি চাইবে।

মুসাফিরের জন্য একজন ভালো সঙ্গী নির্বাচন করার চেষ্টা করা এবং সে যেন শরয়ী জ্ঞান অন্বেষণকারী ছাত্র হয় সে ব্যাপারে আগ্রহী হওয়া মুস্তাহাব;

কেননা এটি তার সাফল্যের উপায় এবং সফর, হজ ও ওমরায় ভুলে পতিত না হওয়ার মাধ্যম। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

> “মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের উপর গড়ে ওঠে। অতএব তোমাদের প্রত্যেককে দেখা উচিত কাকে সে বন্ধু বানাবে।”

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন:

> “মু’মিন ব্যক্তি ছাড়া আর কারো সাথী হবে না । আর মুত্তাকী ব্যতীত অন্য কেউ যেন তোমার খাবার না খায়।”

মুসাফিরের জন্য তার পরিবার, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী এবং বন্ধুবান্ধবদের বিদায় জানানো মুস্তাহাব।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« "যে ব্যক্তি সফরের ইচ্ছা পোষণ করে, সে যেন তার রেখে যাওয়া লোকদের বলে: আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করছি, যিনি তাঁর কাছে সোপর্দ করা জিনিস নষ্ট করেন না।" »

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবী সফরের ইচ্ছে করলে তিনি তাদের বিদায় জানাতেন এবং বলতেন:

« "তোমার দ্বীন, তোমার সততা এবং তোমার আমলের পরিণাম আল্লাহর নিকট সঁপে দিলাম।" »

আর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোন মুসাফির অসিয়ত চাইলে তিনি তাকে বলতেন:

এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে সফরের ইচ্ছা প্রকাশ করে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন:

« আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তুমি আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং প্রতিটি উঁচু স্থানে তাকবীর বল। »

অতঃপর যখন সে চলে গেল, তখন বললেন:

« হে আল্লাহ, তার জন্য পৃথিবীকে ঘুটিয়ে দাও এবং তার উপর সফরকে সহজ কর। »

"মুসাফির সফরের সময় ঘণ্টা, বাঁশি ও কুকুর সাথে নিবে না;

কেননা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর হাদীসে এসেছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« সেই কাফেলার সঙ্গে ফিরিশতা থাকেন না, যাদের সাথে কুকুর কিম্বা ঘণ্টা থাকে। »

যদি তার একাধিক স্ত্রী থাকে এবং তাদের একজনের সাথে সফর করতে চান, তাহলে তিনি তাদের মধ্যে লটারি করবেন এবং

যার নাম উঠবে তার সাথেই যাবেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীসের দলীল অনুসারে, তিনি বলেন:

> "যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভ্রমণ করতে চাইতেন, তখন তিনি তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে লটারি করতেন এবং যার নাম আসত, তাকেই সাথে নিতেন।"

যদি সম্ভব হয়, তাহলে বৃহস্পতিবার দিনের শুরুতে ভ্রমণ করা মুস্তাহাব;

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরূপ আমল করার দলীলের ভিত্তিতে, কাব ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

> "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃহস্পতিবার ছাড়া খুব কমই সফরে বের হতেন।"

HADIYAH هدية

সফর বা অন্য কোনও সময় ঘর থেকে বের হওয়ার মুহূর্তে এই দোয়াটি পাঠ করা মুস্তাহাব, তাই সে বের হওয়ার সময় বলবে:

(بسم اللَّه، توكلت على اللَّه، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه، اللَّهم إني أعوذ بك أن أضِلَّ أو أُضَلَّ، أو أزلَّ أو أُزَلَّ، أو أظلِمَ أو أُظلَمَ، أو أجهلَ أو يُجهلَ عليَّ)

অর্থ: (আল্লাহর নামে বের হচ্ছি, আমি আল্লাহর উপর ভরসা করি এবং আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোন শক্তি বা সামর্থ্য নেই। হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি পথভ্রষ্ট করা বা পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে, হোঁচট দেওয়া বা হোঁচট খাওয়া থেকে, নির্যাতন করা বা নির্যাতিত হওয়া থেকে, অজ্ঞতাবশত কাজ করা বা আমার উপর অজ্ঞতার সাথে আচরণ করা থেকে)।

তার জন্য মুস্তাহাব যে, যখন সে তার পশু, গাড়ি, বিমান বা অন্য কোন যানবাহনে চড়বে,

তখন সফরের এই দুআ বলবে:

اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اللَّهمّ إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللَّهمّ هوِّن علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللَّهمّ أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللَّهمّ إني أعوذ بك من وعثاء[1] السفر، وكآبة المنظر[2]، وسوء المنقلب[3]: في المال، والأهل.

অর্থ: "আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, পবিত্র তিনি যিনি এটিকে আমাদের অধীন করে দিয়েছেন, অথচ আমরা কখনও এটিকে অধীন করতে পারতাম না। অবশ্যই আমরা আমাদের রবের (প্রতিপালকের) কাছে ফিরে যাব। হে আল্লাহ, আমরা আমাদের এই সফরে আপনার কাছে কল্যাণ, তাকওয়া এবং আপনার সন্তুষ্টিমূলক আমল প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ, আমাদের জন্য এই সফরকে সহজ করে দিন এবং আমাদের জন্য এর দূরত্ব কমিয়ে দিন। হে আল্লাহ, আপনি সফরের সঙ্গী এবং পরিবারে উত্তরসূরী। হে আল্লাহ, আমি সফরের কষ্ট, খারাপ দৃশ্য এবং সম্পদ ও পরিবারে খারাপ পরিণতি থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি.."।

---

(1) সফরের কষ্ট বলতে: সফরের বিপদ ও ভোগান্তিকে বুঝায়। দেখুন: আল-ইফসাহ 'আন মাআনীস সিহাহ (৪/২৮৪)।

(2) (كآبة المنظر) বলতে: খারাপ চেহারা এবং দুঃখের কারণে ভগ্নদশা বুঝায়। দেখুন: আল-ইফসাহ 'আন মাআনীস সিহাহ (৪/২৮৪)।

(3) (المنقلـــب) হল: ফিরে আসা (প্রত্যাবর্তন করা)। দেখুন: আল-ইফসাহ 'আন মাআনীস সিহাহ (৪/২৮৪)।

মুসাফিরের জন্য মুস্তাহাব হল সঙ্গ ছাড়া একা সফর না করা। কারণ,

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"যদি মানুষ জানত একাকী সফর করা সম্পর্কে আমি যা জানি, তাহলে কোন আরোহী রাতে একা সফর করত না।"

মুসাফিরগণ তাদের মধ্যে একজনকে আমীর বানিয়ে নিবেন;

এটি তাদের ভিন্ন মতকে একমত হতে এবং তাদের ঐক্য ও লক্ষ্য অর্জনকে শক্তিশালী করবে।

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« যখন তিন ব্যক্তি সফরে বের হবে, তখন তারা যেন তাদের একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়। »

মুসাফিরের উচিত আল্লাহর ওয়াজিবকৃত ইবাদতগুলো পালন করা, হারাম জিনিসগুলো বর্জন করা এবং উত্তম চরিত্র ধারণ করা।

তাই যার সাহায্য ও সহায়তার প্রয়োজন হবে তাকে সাহায্য করবে, যে ইলম অন্বেষণী এবং যার ইলমের প্রয়োজন তাকে ইলম দান করবে এবং নিজের অর্থের বিষয়ে উদার হবে, তাই নিজের স্বার্থ, তার সঙ্গীদের স্বার্থ ও প্রয়োজনে তা ব্যয় করবে।

খরচ ও সফরের প্রয়োজনীয় রসদ বেশী করে গ্রহণ করা উচিত,

কারণ অনেক সময় প্রয়োজন দেখা দিতে পারে এবং পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে পারে।

সফরের সব ক্ষেত্রে প্রফুল্ল চেহারা,

সুন্দর মন এবং সঙ্গীদের আনন্দ দিতে আগ্রহী হওয়া উচিত, যেন তিনি অন্যকে ভালোবাসেন এবং অন্যদের ভালোবাসার পাত্রে পরিণত হন।

آر উচিত হল তার সঙ্গীদের রূঢ় আচরণ ও তার মতামতের বিরোধিতার প্রতি ধৈর্যধারণ করা এবং

তাদের সাথে সর্বোত্তম আচরণ করা, যাতে তিনি তাদের মধ্যে সম্মানিত হন এবং তাদের হৃদয়ের উচ্চাসনে আসীন হন।

মুসাফিরগণ যখন কোন স্থানে যাত্রা বিরতি করবেন, তখন তাদের একে অপরের পাশাপাশি থাকা মুস্তাহাব।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু সাহাবী, যখন কোন স্থানে যাত্রা বিরতি করতেন তখন উপত্যাকা ও নিম্নাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তেন।

তাই তিনি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

> “এই উপত্যকা ও নিম্নাঞ্চলে তোমাদের ছড়িয়ে পড়া কেবলমাত্র শয়তানের পক্ষ থেকে।”

তারপর তারা একসাথে পাশাপাশি থাকতেন, এমনকি যদি তাদের উপর একটি কাপড় বিছিয়ে দেওয়া হত, তাহলে তা তাদের সবার জন্য যথেষ্ট হত।

সফরের সময় বা অন্য কোনও সময় যখন যাত্রা বিরতি করবে, তখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে প্রমাণিত দুআর মাধ্যমে দুআ করা মুস্তাহাব:

« অর্থ: (আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমার অসিলায় তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।) »

কেননা যদি সে একথা বলে, তাহলে ঐ বিরতির স্থান থেকে প্রস্থান না করা পর্যন্ত কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না।

উঁচু স্থানে আল্লাহু আকবর বলা এবং নিচু স্থানে ও উপত্যকায় অবতরণ করার সময় সুবহানাল্লাহ বলা তার জন্য মুস্তাহাব। জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

« আমরা উপরে উঠলে বলতাম, আল্লাহু আকবর। আর নিচে নামলে বলতাম সুবহানাল্লাহ। »

তবে তারা তাদের তাকবীরের আওয়াজ উঁচু করবে না, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"হে লোকসকল! তোমরা নিজেদের ওপর কোমলতা অবলম্বন কর। কেননা, তোমরা কোনো বধির ও অনুপস্থিত সত্ত্বাকে ডাকছ না। তিনি তো তোমাদের সঙ্গেই রয়েছেন। তিনি সর্বশ্রোতা ও নিকটবর্তী।"

তার জন্য সফরের সময়গুলোতে রাতে, বিশেষ করে রাতের শুরুতে চলা মুস্তাহাব। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"তোমরা রাতে সফর কর। কেননা রাতে যমীনকে গুটিয়ে নেওয়া হয়।"

তার জন্য সফরে বেশী করে দুআ করা মুস্তাহাব।

কারণ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

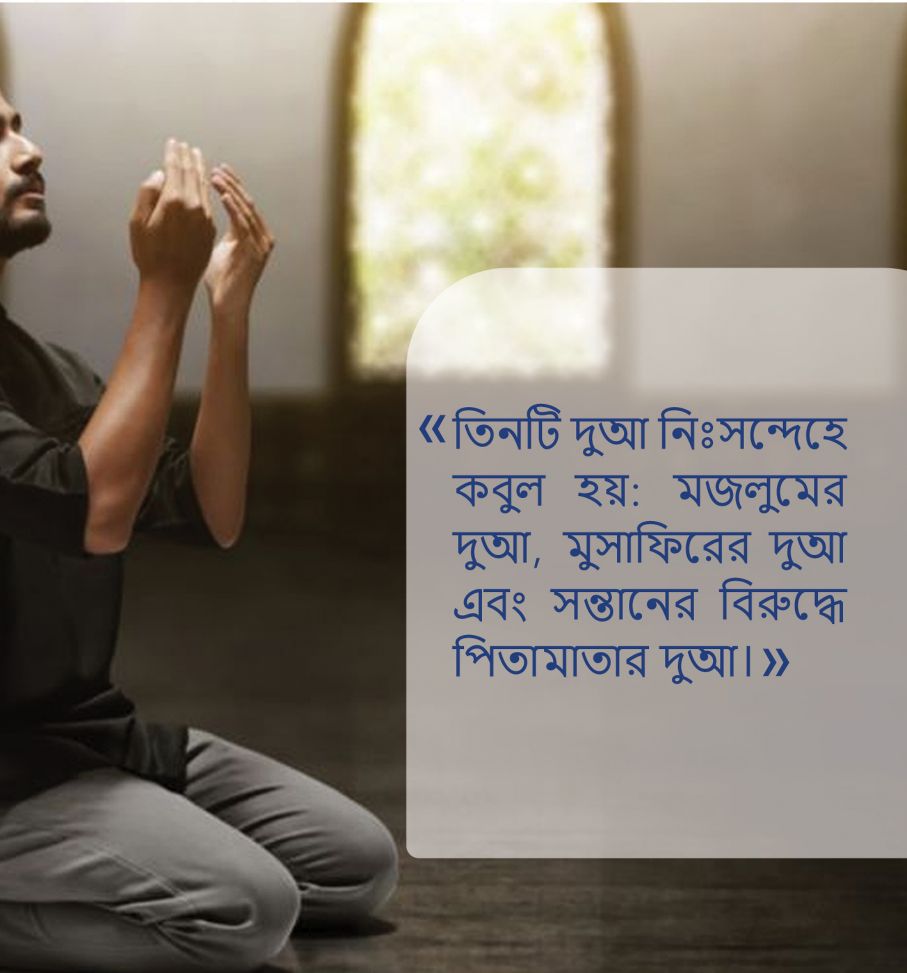

« তিনটি দুআ নিঃসন্দেহে কবুল হয়: মজলুমের দুআ, মুসাফিরের দুআ এবং সন্তানের বিরুদ্ধে পিতামাতার দুআ। »

দ্বিতীয়ত: সফরের সময় পবিত্রতা

মুসাফিরকে অবশ্যই

তার পবিত্রতার বিষয়ে যত্ন নিতে হবে, ছোট নাপাকির জন্য অজু করতে হবে এবং বড় নাপাকির জন্য গোসল করতে হবে।

যদি সে পানি না পায়,

অথবা খাবার ও পান করার জন্য সামান্য পরিমাণ পানি থাকে, তাহলে সে তায়াম্মুম করবে।

দুই হাত দিয়ে মাটিতে আঘাত করবে এবং তা দিয়ে তার মুখ ও দুই হাত কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করবে।

তায়াম্মুম করার পদ্ধতি হল:

তায়াম্মুমের পবিত্রতা একটি অস্থায়ী পবিত্রতা।

যখনই পানি পাওয়া যাবে, তখন তা বাতিল হবে এবং তার উপর পানি ব্যবহার করা ওয়াজিব হবে। যদি সে বড় ধরনের অপবিত্রতার জন্য তায়াম্মুম করে এবং তারপর পানি পায়

গোসল করতে হবে।

যদি সে মল ত্যাগের জন্য তায়াম্মুম করে, তারপর পানি পায়, তাহলে তাকে তার জন্য অযু করতে হবে। হাদীসে এসেছে:

> “পবিত্র মাটি হলো মুসলিমের অযুর মাধ্যম, যদিও সে দশ" বছর ধরে পানি না পায়। যদি সে পানি পায়, তাহলে সে যেন "আল্লাহকে ভয় করে এবং তা যেন তার ত্বকে স্পর্শ করে।»

মোজার উপর মাসেহ করা শরীয়তসিদ্ধ।

কুরআন, সুন্নাহ এবং আহলুস সুন্নাহের ঐকমত্য অনুসারে

মোজা এবং এর অনুরূপ জিনিসের উপর মাসাহ করার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে:

- চামড়ার মোজা বা কাপড়ের মোজা বৈধ ও পবিত্র হওয়া জরুরি।
- মোজাদ্বয় পবিত্র অবস্থায় পরিধান করা।
- মোজা দ্বারা ধৌত করা ফরয জায়গাটি পর্যন্ত ঢেকে রাখা।

কেবলমাত্র ছোট নাপাকির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সুতরাং বড় ধরণের নাপাকির ক্ষেত্রে অথবা গোসল ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে মাসেহ করা জায়েয নয়।

শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মাসেহ করতে হবে, যা একজন মুকিমের জন্য একদিন ও এক রাত এবং একজন মুসাফিরের জন্য তিন দিন ও তিন রাত। সঠিক মতামত অনুসারে, মাসেহ করার সময়কাল নাপাক হওয়ার পর প্রথমবার মাসেহ করা থেকে শুরু হয় তারপর মুকিমের জন্য চব্বিশ ঘন্টা ও **মুসাফিরের জন্য বাহাত্তর ঘন্টা পরে শেষ হয়।**

তিনটি জিনিসের যেকোনো একটির মাধ্যমে মোজার উপর মাসেহ করা বাতিল হয়:

যদি এমন কিছু ঘটে যার জন্য গোসল করার ওয়াজিব, যেমন জানাবত (গোসল ফরয হওয়া), তাহলে মাসেহ বাতিল হয়ে যাবে এবং গোসল করা আবশ্যক হবে।

যদি সে এর উপর মাসেহ করার পর তা খুলে ফেলে।

যদি শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হয়ে যায়, তাহলে মাসেহ বাতিল হয়ে যাবে।

* * *

তৃতীয়ত: সফরে সালাত কসর করার বিধান:

সফরে সালাত কসর (সংক্ষিপ্ত) করা পূর্ণ করার চেয়ে উত্তম।

কিন্তু যদি মুসাফির চার রাকাত বিশিষ্ট সালাত চার রাকাত পূর্ণ পড়ে, তাহলে তার সালাত শুদ্ধ হবে, কিন্তু সে উত্তমের বিপরীত করল।

মুসাফির যদি তার গ্রাম বা শহরের সকল ঘর থেকে বের হয়ে যায়, তাহলে সে তার সালাত কসর করতে পারবে।

এটিই অধিকাংশ আলেমের অভিমত।

যদি সে সালাতের সময় শুরু হওয়ার পরে ভ্রমণ করে, **তাহলে সে তা কসর (সংক্ষিপ্ত) করতে পারে।**

কারণ সময় শেষ হওয়ার আগেই সে সফর করেছে।

একত্রে আদায় করা

আর প্রয়োজনের সময় জোহর ও আসর	**এবং মাগরিব ও এশার সালাত**

মুসাফিরের জন্য সুন্নাত, যখন সফর তার উপর কঠিন হয় এবং সে ক্রমাগত সফর করে, তাহলে তার জন্য যা সহজ তাই করবে; (জমা তাকদীম) আগ্রবর্তী জমা করুক বা (জমা তাখীর) বিলম্বিত জমা করুক।

যদি মুসাফিরের (দুই) সালাত একসাথে জমা করার প্রয়োজন না হয়, তাহলে জমা করবে না।

উদাহরণস্বরূপ, যদি সে কোন স্থানে অবস্থান করে এবং দ্বিতীয় সালাতের সময় শুরু না হওয়া পর্যন্ত সেখান থেকে যাওয়ার ইচ্ছা না করে, তাহলে একসাথে না পড়াই ভালো। কারণ তার এটার প্রয়োজন নেই; এই জন্য নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের সময় মিনায় অবস্থানকালে সালাত একসাথে জমা করে আদায় করেননি। কারণ এর প্রয়োজন ছিল না।

আর নফল সালাত,

এই ক্ষেত্রে মুকিম যেসব সালাত পড়তে পারে মুসাফির তা-ই পড়তে পারবে। কাজেই তিনি দুহার সালাত, কিয়ামুল লাইলের সালাত, বিতর ও অন্যান্য নফল সালাত আদায় করবেন, কিন্তু যোহর, মাগরিব এবং এশার নিয়মিত সুন্নাত সালাত ব্যতীত, কারণ সুন্নাত হলো সফরের সময় এগুলো আদায় না করা।

যানবাহনে সফরের সময় নফল সালাত আদায় করা বৈধ:

বিমান, গাড়ি, জাহাজ, অথবা অন্যান্য পরিবহন মাধ্যম, তবে ফরয সালাতের ক্ষেত্রে, অবশ্যই নামতে হবে; যদি না সে অক্ষম হয়।

মুকিমের পিছনে মুসাফিরের **সালাত সহীহ এবং**

মুসাফির তার ইমামের মতোই সালাত শেষ করবে, সে পুরো সালাত ধরুক, অথবা এক রাকাত ধরুক, অথবা তার কম ধরুক, এমনকি যদি সে সালামের আগে শেষ তাশাহুদে তার সাথে যোগ দেয়, তবুও সে তা সম্পূর্ণ করবে। এটি আলেমদের সঠিক অভিমত।

চতুর্থত: হজ্জ, ওমরাহ বা সফর থেকে ফিরে আসার আদব

তার উচিত সফর থেকে দ্রুত ফিরে আসা এবং বিনা প্রয়োজনে সফরে বেশি সময় থাকা উচিত নয়;

কেননা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “সফর এক ধরণের যন্ত্রণা। এটি তোমাদেরকে খাওয়া, পান করা এবং ঘুমানো থেকে বিরত রাখে। তাই যখন তোমাদের কেউ তার প্রয়োজন শেষ করে ফেলে, তখন সে যেন দ্রুত তার পরিবারের কাছে চলে যায়।”

যখন সে তার দেশে ফিরে আসার ইচ্ছা করবে, তখন সে তার বাহনে আরোহণের সময় সফরের দোয়াটি পাঠ করবে এবং

এর সাথে যোগ করবে:

(آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ)

অর্থ: (আমরা ফিরে আসছি, তাওবা করছি, আমাদের রবের ইবাদত করছি এবং তাঁর প্রশংসা করছি)।

তার জন্য সফর থেকে ফিরে আসার সময় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত দুআটি বলা মুস্তাহাব, যখন তিনি কোন যুদ্ধ, হজ বা ওমরাহ থেকে ফিরে আসতেন, তখন তিনি যমীনের প্রতিটি উঁচু স্থানে তিনটি তাকবীর দিতেন,

তারপর বলতেন:

(لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون، صدق اللَّه وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده)

অর্থ: "আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই, তাঁর কোন অংশীদার নেই। রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই জন্য এবং তিনি-ই সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আমরা ফিরে আসছি, তাওবা করছি, ইবাদত করছি, সিজদা করছি ও আমাদের রবের প্রশংসা করছি। আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সকল দলকে পরাজিত করেছেন।"

যখন সে তার শহর দেখবে, তখন তার জন্য মুস্তাহাব হল সে বলবে:

(آيبـــون، تـــائبون، عـــابدون، لربنا حامـــدون)
"আমরা ফিরে আসছি, তাওবা করছি, ইবাদত করছি, আমাদের রবের প্রশংসা করছি,"

এবং নিজ শহরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত এই কথাটি পুনরাবৃত্তি করতে থাকবে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করেছেন।

যদি সে দীর্ঘদিন ধরে বিনা প্রয়োজনে বাইরে থাকে, তাহলে তার জন্য রাতে তার পরিবারের কাছে আসা উচিত নয়,

যতক্ষণ না সে তাদের তা জানিয়ে দেয় এবং রাতে তার আগমনের সময় বলে দেয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ থেকে নিষেধ করেছেন। জাবির ইবন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে পরিবারের নিকট আগমন করতে নিষেধ করেছেন।

এর মধ্যে একটি হিকমত হলো যা অন্য একটি বর্ণনায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

"যাতে এলোমেলো কেশ ওয়ালা মহিলা তার চুল আঁচড়িয়ে নিতে পারে এবং স্বামীহীনা মহিলা তার নাভির নিচের পশম মুণ্ডন করে নিতে পারে"; আর অপর বর্ণনায় রয়েছে:[4]

(4) (এলোমেলো চুল): যে দীর্ঘদিন আগে তেল এবং চিরুনি ব্যবহার করেছে, (ইস্তিহদাদ): লোহার ব্যবহার করা এবং (আল-মুগীবা): যার স্বামী অনুপস্থিত। দেখুন: আল-তাহরির ফি শরহ সহীহ মুসলিম - আল-আসবাহানী (পৃষ্ঠা ২৯২)।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোন ব্যক্তির রাতের বেলা অতর্কিতভাবে ঘরে ফিরে তার স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ পোষণ করতে কিংবা (দোষ-ক্রটি অনুসন্ধান করতে নিষেধ করেছেন।

সফর থেকে আসা ব্যক্তির জন্য তার পাশের মসজিদ থেকে শুরু করা এবং সেখানে দুই রাকাত সালাত আদায় করা মুস্তাহাব। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করেছেন।

সফর থেকে ফিরে আসার সময় মুসাফিরের জন্য তার পরিবারের সন্তানদের এবং প্রতিবেশীদের প্রতি সদয় আচরণ করা এবং যখন তারা তাকে স্বাগত জানায় তখন তাদের সাথে ভালো আচরণ করা মুস্তাহাব।

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় পৌঁছান, তখন বনু আব্দুল মুত্তালিবের যুবকরা তাকে স্বাগত জানায়, তাই তিনি একজনকে তার সামনে এবং অন্যজনকে তার পিছনে বহন করেন। আব্দুল্লাহ ইবনু জাফর -রাদিয়াল্লাহু আনহু - বলেন:

"যখন তিনি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সফর থেকে ফিরে আসতেন, তিনি আমাদের সাথে দেখা করতেন। তিনি আমার সাথে, হাসান, অথবা হুসাইনের সাথে দেখা করতেন এবং তিনি আমাদের একজনকে তার সামনে এবং অন্যজনকে তার পিছনে বহন করতেন যতক্ষণ না আমরা মদীনায় প্রবেশ করি।"

উপহার দেওয়া মুস্তাহাব, কারণ এটি হৃদয়কে প্রশান্ত করে এবং বিদ্বেষ দূর করে।

এটি গ্রহণ করা এবং এর বিনিময় প্রদান করা মুস্তাহাব। আর শরয়ী প্রতিবন্ধক ছাড়া তা ফেরত দেওয়া মাকরূহ। এ মর্মে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

(একে অপরকে উপহার দাও, তাহলে তোমাদের একে অপরের প্রতি ভালোবাসা তৈরী হবে)।

উপহার (হাদিয়া) প্রদান মুসলিমদের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টির একটি অন্যতম উপায়।

যদি কোন সফরকারী তার দেশে ফিরে আসে, তাহলে সে সময় আলিঙ্গন করা মুস্তাহাব।

কারণ তা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীদের থেকে প্রমাণিত, যেমন আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন:

(যখন তারা দেখা করতেন মুসাফাহা করতেন এবং যখন তারা সফর থেকে ফিরে আসতেন, তখন তারা একে অপরের সাথে আলিঙ্গন করতেন।)

সূচিপত্র

সফরের আদব ও তার বিধি-বিধান 3

প্রথমত: সফরের আদব 4

দ্বিতীয়ত: সফরের সময় পবিত্রতা 18

তৃতীয়ত: সফরে সালাত কসর করার বিধান: 22

চতুর্থত: হজ, ওমরাহ বা সফর থেকে ফিরে আসার আদব 26

هدية
HADIYAH

The Encyclopedia of Ar-Rahman's Guests

Selected material for Pilgrims and Um-rah teaching it in languages of the world.